



Decreasing Aid, increasing debt servicing Bangladesh deserves More Foreign Aid & Debt Cancellation

Goal 8: Develop a global partnership for development

July 2007

MDG 8 and its Targets

There are seven targets of goal 8 which are

Target 12:

Develop further an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system, Includes a commitment to good governance, development and poverty reduction – both nationally and internationally

Target 13:

Address the special needs of the least developed countries, Includes: tariff and quota free access for the least developed countries' exports; enhanced programme of debt relief for heavily indebted poor countries (HIPC) and cancellation of official bilateral debt; and more generous ODA for countries committed to poverty reduction.

Target 14:

Address the special needs of landlocked developing countries and small island developing States (through the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States and the outcome of the twenty-second special session of the General Assembly)

Target 15:

Deal comprehensively with the debt problems of developing countries through national and international measures in order to make debt sustainable in the long term

Target 16:

In cooperation with developing countries, develop and implement strategies for decent and productive work for youth

Target 17:

In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable essential drugs in developing countries

Target 18:

In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies, especially information and communications

In this piece of article we will emphasize on first three targets. We assume that Developed Countries didn't keep their commitment. Bangladesh has proved sustainable rate of MDG achievement among all other LDCs. Nonetheless, flow of net external debt to Bangladesh is decreasing say by day, on the other hand Bangladesh has to expense more on debt servicing. We firmly believe that Bangladesh deserves the right to more Foreign Aid and Debt Cancellation.

Getting Foreign Aid is a Right of Bangladesh

Bangladesh (BD) is a poverty stricken country, more than 1100 peoples live in per square kilometer which is the highest among all other developing countries. Maternal mortality is 380 per 100 thousand, it is decreasing (per 100 thousand 320). Per capita GDP is \$ 482. The country shows strength in striving for development, this is the only country among all other shows remarkable progress in MDG achievement especially in nearly 100 % primary enrolment, gender parity, nearly 100 % access to water and sanitation. Bangladesh still behind in eradicating extreme poverty, reducing maternal & child mortality but the progress rate is remarkable. This is rare in any other LDCs countries. So, Bangladesh should be awarded for this progress.

Historically it was the colony of British for 250 years and under Pakistani regime for 30 years. Historians show the casual relation of exploitation, extortion and draining away of resources to the colonial masters which is one of the major reason of pauperization in the country. Scientist forecast that, the country will face disastrous impact of climate change, one third of its area i.e., coastal area will be submerged and one seventh of its population will be displaced. Cyclone, tidal surge & flooding will rise. Carbon emission of developed countries is responsible for this disaster

Decreasing Developed/Donor countries contribution day by day

In 2005, global Official Development Assistance stood very high which was around US \$ 106.8 bil-

lion. This occurs for debt cancellation of Iraq and Nigeria. Nevertheless, total amount of aid didn't cross 0.3% of their GNI, though donor countries committed to UN to give 0.7% of their GNI. Only five countries – Denmark, Luxembourg, the Netherlands, Norway and Sweden- have met the UN aid target. In 2002 in Monterrey Conference on Financing for Development 16 out of 22 countries met their target.

In 2006 ODA declined to US \$ 103.9 billion from that of 2005. In fact foreign aid declined 5.1% since 1997. Concern expressed in The Millennium Development Goals Report 2007 that this trend may continue in 2007. If developed countries keep their previous promises ODA would be four times higher. UN MDGs Report 2007 shows that aid from developed countries didn't rise significantly since 2003. This proves that, G8 leaders retreated from their promises what they pledged at the G8 Summit in Gleneagles, Scotland in 2005.

Burdening Loan.....Squeezing Aid

According to latest information of Bangladesh Bank, net foreign aid inflow has decreased 37%, from \$ 1179 million in 1999 to \$ 752.36 million in 2006. Deficit budget financing support of foreign aid was 34.06% in FY 2006-07, it is estimated 48% in FY 2007-08. Currently, total amount of foreign debt stands at \$ 18,908 million; per capita debt is \$ 151 i.e. 10474 taka. Any child born with this amount of debt.

Debt servicing surpass health budget

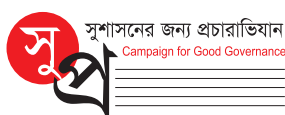
Over the last few years, annual external debt service of Bangladesh averaged \$ 710 million (Jubilee Netherlands & SUPRO) which surpasses yearly health budget. Health budget of FY 2007-08 is less than \$ 600 million. Analyzing budget, SUPRO shows that health & education budget decreased respectively 0.2% and 1.4% in FY 2007-08 than previous years. Philippines and

Indonesia's budget analysis showed that they had to cut social spending for repayment of foreign debt. They had to spend 50% of their budget spending on debt repayment. In FY 2007-08 Bangladesh also has to spend more than 20% of budget spending on debt repayment. In a joint study of SUPRO and Jubilee Netherlands shows that for every dollar in grant aid received, the government paid back over US \$ 1.50 in debt repayments. We think every dollar paid in debt service is a dollar lost for the MDGs.

Bangladesh needs full debt cancellation for the achievement of MDGs

According to Jeffrey Sachs - director of UN Millennium Project (Investing in Development 2005) - Bangladesh needs US \$ 7.5 billion every year for achievements of MDGs. Bangladesh receives on average \$ 1.4 billion each year which is less than four times of total demand. Due to debt to export ratio of IFIs (World Bank, IMF & ADB), Bangladesh is not entitled for debt cancellation. Jeffrey Sachs criticized debt to export ratio as arbitrary and said that debt cancellation should be considered as achievements of MDGs. If not, Bangladesh would be burdened by more external debt like other third world countries. Recent past UN Secretary General Kofi Annan reiterates this in his report "In larger Freedom: Towards development, security and human rights for all" that

"To move forward, we should redefine debt sustainability as the level of debt that allows a country to achieve the Millennium Development Goals and reach 2015 without an increase in debt ratios. For most HIPC countries, this will require exclusively grant-based finance and 100 per cent debt cancellation, while for many heavily indebted non-HIPC and middle-income countries it will require significantly more debt reduction than has yet been on offer."



Research Team:

Mousumi Biswas, Iqbal Uddin, Basanti Saha, Syed Aminul Haq, Mohammed Zakaria, Prodip Kumar Roy, Rezaul Karim Chowdhury.



এমডিজি ৮: উন্নয়নে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব

জুলাই ২০০৭

এমডিজি ৮ নং লক্ষ্য ও অভিষ্ট

এমডিজি ৮ নং লক্ষ্য- উন্নয়নে বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের ৫ টি অভিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে, যেগুলো হচ্ছে (১) অনুন্নত, চারিদিকে ভূমি দ্বারা বন্ধ ও ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহের বিশেষ চাহিদা গুলোর প্রতি নজর দেয়া, (২) এমন একটি বানিজ্য ও অর্থ ব্যবস্থার অবতারণা করা যা হবে মূলত, রীতি নীতি ভিত্তিক, অনুমান যোগ্য ও বৈষম্যহীন, (৩) উন্নয়নশীল দেশসমূহের দেনা নিয়ে নিবিড় ভাবে কাজ করা, (৪) উন্নয়নশীল দেশের সহযোগিতায় যুবকদের জন্য সুন্দর ও উৎপাদনশীল কৌশলের বাস্তবায়ন করা এবং (৫) ব্যক্তিগত সহযোগিতার তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি সহজলভ্য করা।

আমরা প্রথম ৩টি অভিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে আলোচনা সীমিত রাখবো। আমরা মনে করি যে, উন্নত দেশসমূহ তারা তাদের কমিটমেন্ট এক্ষেত্রে রাখেনি। বাংলাদেশ সকল অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো অগ্রগতি দেখিয়েছে। অথচ বাংলাদেশে নেট বৈদেশিক সাহায্যের হারও কমছে, বাড়ছে দেনা পরিশোধের বোঝা, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশ দেনা বাতিল ও শর্তবিহীন আরো অধিকতর সাহায্যের অধিকার রাখে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া একটি ন্যায্য অধিকার

বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্নে গরীব দেশ না হলেও এখানেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ প্রতি কিলোমিটারে ১১০০ লোক বাস করে যার ৫০% গরীব। প্রতি লক্ষ মাষ এর মধ্যে মৃত্যুহার ৩৮০, অর্ধেক শিশু জনসংখ্যা অপুষ্টিতে ভোগে, এবং জনপ্রতি আয় ৪৮০ ডলার। এত কিছু ভেতরেও বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি ও পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে শতভাগ সফলতা অর্জনের পথে। চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হারের ক্ষেত্রে এখনও পিছিয়ে থাকলেও, অগ্রগতির হার লক্ষনীয়। যা পৃথিবীর আর কোন অনুন্নত দেশে বিরল। সুতরাং বাংলাদেশের এই দারিদ্র্যতার পাশাপাশি এই দূরীকরণ প্রচেষ্টাকে পুরস্কৃত করা উচিত। একইভাবে বাংলাদেশ ছিল ২৫০ বছর বৃটিশ ঔপনিবেশ ও ৩০ বছর পাকিস্তানি ঔপনিবেশের নিগড়ে। বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন যে, ঐ ঔপনিবেশিক শোষণই ছিল শিল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের প্রধান কারণ। প্রাজ্ঞ ঔপনিবেশ হিসেবে সম্পদ ফিরে পাবার দাবী আমরা করতে পারি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ। এর ফলে সমগ্র উপকূলীয় এলাকা অথ্যাৎ বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ এলাকা সমুদ্রে তলীয়ে যাবে এবং এক সপ্তমাংশ অংশ জনসংখ্যা হবে বাস্তুচ্যুত। ঝড়, সাইক্লোন, বন্যা ও প্লাবণ বেড়ে যাবে। অথচ এগুলো হবে মূলত উন্নত দেশসমূহের কার্বন উদগীরণের জন্য। তাদের জন্য বাংলাদেশকে ক্ষতির বোঝা বইতে হবে। সুতরাং এর ক্ষতি পূরণ হিসেবেও বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া একটি অধিকার।

প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও উন্নত/দাতা দেশ সমূহের দেয় সাহায্যের পরিমাণ কমেছে

বিশ্বে ২০০৫ এ বৈদেশিক সাহায্য রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছিল যা প্রায় ১০৬.৮ বিলিয়ন ডলারের মতো। মূলত: এটা হয়েছিল ইরাক এবং নাইজেরিয়ায় দেনা বাতিলের জন্য। এর পরেও তা উন্নত দেশগুলোর জিডিপি ০.৩% এর উপরে যায়নি। অথচ তাদের জাতিসংঘে কমিটমেন্ট ছিল যে, তারা তাদের জিডিপির ০.৭% দেবে। এটা পালন করেছে শুধুমাত্র ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইডেন। ২০০২ এ গড়হঃবৎসু ঈড়হঃবৎসবপব ডহ ঋরহঃহঃপরহঃম ভড়ৎ উবাবঃষড়ঃসবহঃঃ এর যে ২২টি দেশের মধ্যে ১৬টি দেশ তারা তাদের ২০০৬ এর লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছে। ২০০৫ এর ঐ পর্যায় থেকে যা ২০০৬ এ নেমে আসে ১০৩.৯ বিলিয়ন ডলারে। প্রকৃত অর্থে ১৯৯৭ এর পর বৈদেশিক সাহায্য ৫.১% এ নেমে আসে। জাতিসংঘের এঃযব গরঃষবঃহঃরঃস উবাবঃষড়ঃসবহঃঃ এড়ঃধঃষ জবঃড়ঃড়ঃঃ(২০০৭) এ এটা আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যে, ২০০৭ এ এটা আরো কমেতে পারে। তবে উন্নত দেশ সমূহ যদি তাদের পূর্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে, এই সহায়তা চারগুণ বেড়ে যাবে। উক্ত প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, ২০০৩ থেকে উন্নত দেশসমূহে সহায়তার হার তেমন একটা বাড়েনি। সাব সাহারান আফ্রিকা এবং নাইজেরিয়ায় দেনা বাতিলের পর সংখ্যাকে যদি ধরা হয় তাহলে ২০০৫ এবং ২০০৬ এ এটা হবে মাত্র ২%। এটা মূলত প্রমাণ করে যে, গ্লিনিগ্যালস এর জি ৮ সন্মেলনে তারা যে, আফ্রিকায় ২০১০ এর ভেতর সহায়তা দ্বিগুণে করার কথা ছিল তা থেকেও তারা সরে এসেছে।

বাংলাদেশের দেনা বাড়ছে, কমছে সাহায্যের পরিমাণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য থেকে জানা যায়, দেশে নেট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ১৯৯৯ এর পর্যায় (১১৭৯ বিলিয়ন ডলার) থেকে ২০০৬ এ ৩৭% কমে গেছে (৭৫২.৩৬ বিলিয়ন ডলার)। অথচ বাজেটে ঘাটতি অর্থায়নের ক্ষেত্রে ২০০৬-০৭ বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৪.০৬% যা ২০০৭-০৮ এ পরিকল্পনা করা হয়েছে ৪৮% এর মতো। আমাদের বৈদেশিক দেনার পরিমাণ প্রায় ১৮,৯০৮ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ মাথাপিছু ১৫১ ডলার অর্থাৎ টাকায় ১০৪৭৫। এই মুহূর্তে যে শিশু জন্ম গ্রহণ করেছে সে এই ঋণ নিয়ে ভূমিষ্ট হচ্ছে।

দেনা শোধের পরিমাণ স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দকে ছাড়িয়ে গেছে

প্রতিবছর বাংলাদেশকে ৭১৫ বিলিয়ন ডলার দেনা পরিশোধ বাবদ ব্যয় করতে হয় (জুবিলি নেদারল্যান্ড ও সুপ্র ২০০৭) যা আমাদের স্বাস্থ্য খাতের বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দের চেয়ে বেশী, যেমন এ বছর স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ৬০০ বিলিয়ন ডলারের নীচে। সুপ্র বাজেট বিশ্লেষণ থেকে দেখিয়েছে যে, ২০০৭-০৮ এ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ ০.২% - ১.৪% কমে গেছে। আজকে ফিলিপিন ও ইন্দোনেশিয়ার বাজেট

বিশ্লেষণে দেখা যায়, তাদেরকে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য সামাজিক সুরক্ষা খাতগুলোতে বরাদ্দ কমাতে হচ্ছে। দায় পরিশোধের জন্য তাদের বাজেটের ৫০% এর মত ব্যয় করতে হয়। ২০০৭-০৮ এ আমাদের দায় পরিশোধের হার বাড়বে ২০%। সুপ্র এবং জুবিলী নেদারল্যান্ডের এই স্ট্যাডিতে দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ তার ঋণের বিপরীতে ১.০০ ডলারের জন্য ১.৫০ ডলার ব্যয় করে থাকে। আমরা মনে করি যে, দেনা পরিশোধ করার জন্য ১ ডলার ব্যয় করার অর্থ হল, এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে ১ ডলার ক্ষতি।

এমডিজি অর্জনের জন্য বাংলাদেশের দেনা বাতিল করতে হবে

জেফরি স্যাকস, জাতিসংঘের মিলেনিয়াম প্রজেক্ট এর পরিচালক তার সূত্র অনুসারে (ওহাবংগেরহম রহ উবাবষড়্চসবহঃ, ২০০৫) বাংলাদেশে এমডিজি অর্জনের জন্য প্রয়োজন প্রতিবছর ৭.৫ বিলিয়ন ডলারের মত। অথচ বাংলাদেশ মূলতঃ গড়ে প্রতি বছর ১.৪ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সহায়তা পায় যা তার চাহিদার চাইতে প্রায় ৪ গুন কম। আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের (বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবি) উবনঃ ঙড় বীঢ়ড়ৎঃ ঙধঃরড় এর কারণে বাংলাদেশ দেনা বাতিলের পর্যায়ে পড়ছেন। জেফরি স্যাকস ঐ জধঃরড় কে অত্নরঃংধু হিসাবে

সমালোচনা করে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, দেনা বাতিলকে এমডিজি অর্জনের সাথে যুক্ত করতে হবে, যদি এটা না করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ এর মত অনুনত দেশগুলো নতুন ভাবে আরো গভীর দেনায় নিপতিত হবে। তার একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব কফি আনান তার ২০০৫ এর প্রতিবেদন

“To move forward, we should redefine debt sustainability as the level of debt that allows a country to achieve the Millennium Development Goals and reach 2015 without an increase in debt ratios. For most HIPC countries, this will require exclusively grant-based finance and 100 per cent debt cancellation, while for many heavily indebted non-HIPC and middle-income countries it will require significantly more debt reduction than has yet been on offer.”